গাংনীতে আলমডাঙ্গার মামুন র্যাবের হাতে আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মামুন মালিথা (২৪) নামের এক মাদক কারবারী আটক করেছে।

আটক মামুন মালিথা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের চরযাদবপুর গ্রামের মোঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কল্যানপুর-করমদি মাঠের মধ্যে করমদি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম এই অভিযানে অংশ নেন। উদ্ধারকৃত ১৮ বোতল ফেন্সিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৬ হাজার টাকা।

এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভারতে পাচার হওয়ার পথে মুজিবনগরে শিশুকে উদ্ধার, অপহরণকারী আটক

ভারতে পাচারের সময় তানজিল হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে উদ্ধার ও অপহরণকারী রনিকে আটক করে গণধোলাই শেষে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে জনতা।

উদ্ধারকৃত শিশু মোঃ তানজিল হোসেন পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ি এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। শিশুটি পেশায় ইঞ্জিনচালিত পাখিভ্যান চালক।

আটক অপহরণকারী রনি হোসেন মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে। গতকাল বুধবার (১০ জুলাই) বিকালে শিশু তানজিল হোসেনকে অপহরণ করে ভারতে পাচার করার সময় মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তি বিদ্যাধরপুর ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

শিশুটির বরাত দিয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল দত্ত জানান, তানজিল তার নিজ এলাকায় ইঞ্জিনচালিত পাখিভ্যান চালিয়ে তাদের সংসার চালায়। গত তিনদিন পূর্বে রনি হোসেন চুয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে শিশুটির ভ্যান ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে গত তিনদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান। গতকাল বুধবার বিকালের দিকে তাকে ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে মেহেরপুর হয়ে মুজিবনগর সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। শিশুটি মোনাখালী ব্রিজ পার হওয়ার সময় লোকজন দেখে হঠাৎ কান্নাকাটি শুরু করে। এসময় স্থানীয় লোকজন তানজিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।পরে অপহরণকারী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় স্থানীয় জনতা রনিকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে মূমূর্ষ অবস্থায় মুজিবনগর থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

মুজিবনগর থানা পুলিশ তানজিলকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী রনিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জল দত্ত জানান, তানজিল নিখোঁজ যাওয়ার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি জিডি করেন। যার নং ১৬৯।

মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্ত জানান, শিশুটিকে উদ্ধার এবং অপহরন কারীকে আটকের পর চুয়াডাঙ্গা থানায় খবর দেয়া হয়েছে। ভিকটিম এবং আসামিকে চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ২৯২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

মুজিবনগরে ২৯২ বোতল ভারতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য ফেনসিডিল সহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে ঝিনাইদহ র্যাব -৬ উপজেলার তারানগর গ্রামে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী অবৈধ মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর এস আই আবুল হোসাইন এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর ক্লাবের সামনে থেকে আনন্দবাস গ্রামের জহির খাঁ এর ছেলে মানিক (২২)কে কাধেঁ বহন কৃত একটি চটের বস্তার ভিতরে রক্ষিত অবস্থায় ২৯২ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক করে।

আজ বুধবার বিকেলে আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮এর ৩৬(১) স্মরণের ১৪ এর গ ধারায় মামলাদিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার দত্ত জানান বুধবার বিকেলে ২৯২ বোতল ফেনসিডিল সহ মানিক নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ মাদক মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি ৩৩৫ গ্রাম ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার ও একটি লাল রঙের ইমা মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটক করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার এক অভিযানে অবৈধ স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটকের ঘটনাটি ঘটে। আটক আকরাম হোসেন (৩০) ঠাকুরপুর গ্রামের মরহুম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান এদিন বেলা ৩টার পর এক মেইল বার্তায় সাংবাদিকদের জানান, ঠাকুরপুর গ্রাম ব্যবহার করে এখান থেকে ভারতে অবৈধ স্বর্ণ পাচার হবে এমন খবর পেয়ে তারই নির্দেশনায় ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলামের নের্তৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৯০ হতে দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাগানের পাশে বটতলায় অবস্থান নেন। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলযোগে ওই এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে থামতে বলে। এরপর সে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার কোমরের লুঙ্গির ভেতর স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি প্যাকেট আছে বলে সে স্বীকার করে। ওই প্যাকেটির ভেতর থেতে ২.৩৩৫ কেজি ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করে আটক চোরাকারবারীকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জব্দকরা অবৈধ স্বর্ণের বারগুলো পরীক্ষার পর চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার হবে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে স্বর্ণ চোরাচালানের দায়ে একজনের কারাদন্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে স্বর্ণচোরাচালানের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়াতে নামাজ আলী (২৮) নামের এক চোরাকারবারীকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত নামাজ আলী শুভরাজপুর গ্রামের নজিবদ্দীনের ছেলে।

রায় ঘোষণাকালে বিচারক মনজুরুল ইমাম বলেন, ‘অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। তবে আসামীর বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ দন্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে সর্বনিম্ন শাস্তি প্রদান করা হলো। ‘

আজ বুধবার (১০ জুলাই) মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ এবং স্পেশাল ট্রাইবুনাল-১ এর বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম এই রায় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ আগষ্ট মেহেরপুরের শুভরাজপুর সীমান্ত থেকে ৮ পিস সোনার বারসহ নামাজ আলীকে আটক করেছিলো বিজিবি। অতঃপর বিজিবি কাথুলী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার নামাজ আলীকে স্বর্ণচোরাচালান মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করেন। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন এস আই আব্দুল আলীম শেখ। তিনি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করলে, মামলাটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ এ স্থানান্তর করা হয়।

মামলা পরিচালনায় রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত ছিলেন পাবলিক প্রসিডিউটার পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

কুষ্টিয়ায় এসিল্যান্ড পরিচয়ে চাঁদাবাজি, কথিত সাংবাদিক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড পরিচয়ে ওষুধ ফার্মেসীতে চাঁদাবাজির সময় রাকিব নামে কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে জনগণ। আটক হওয়া কথিত সাংবাদিক রাকিব পৌরসভার কাজীপাড়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী ফার্মেসী মালিক মিজানুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাকিব ও পলাশ তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিচয় দিয়ে ফার্মেসীর কাগজপত্র দেখাতে বলে। এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করতে ৫০ হাজার টাকা দাবি

করেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ফার্মেসী মালিক স্থানীয়দের বিষয়টি জানান। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাকিবকে আটক করে জনসাধারণ। পরবর্তীতে কুমারখালী থানা পুলিশ রাকিবকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে রাকিব থানাহাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি কুমারখালী থানায় রাকিব, পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছেন বলে জানান।

এবিষয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সুকল্যাণ জানান, চাঁদাবাজির করতে গিয়ে জনগণের হাতে আটক খবর পেয়ে রাকিব নামে একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে এখনও লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। হেলাল উদ্দীন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বীলপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীনকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বিক্রির উদ্যোশে বাড়িতে হেরোইন মজুদ করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম

হেরোইনসহ হেলালকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই শকিল আহমেদ ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী এই অভিযান পরিচালনা করেন।

হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান এসআই তৌহিদুল ইসলাম।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আটক হেলাল উদ্দীনকে আদালতের নেওয়া হবে।

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী গ্রেফতার

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার ৮ জুলাই দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তি হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ অভিযানে শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত ধর্ষক দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ৩০ জুন রোববার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শফিকুল্লাহর স্ত্রী বিউটি পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকায় যান। এসময় তার ছেলে সাজিদ শাহারিয়ারকে মৃত খেদের আলীর ছেলে তার চাচাতো ভাই আলমের (৪০) বাড়ীতে রেখে যান। কিন্তু তার বাড়ীর রুমের সল্পতা থাকার কারণে বাদীর ছেলে পাশে থাকা জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বসত ঘরে ঘুমায়। গত ৭ জুলাই রোববার

দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষের ভিতরে সাজিদ শাহারিয়ার পরিহিত প্যান্ট খুলে মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় শিশু সাজিদ শাহারিয়ার মা বিউটি বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দর্শনা থানায় একটি এজাহার করেন জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আসামীর বসত বাড়ী। এ অভিযান পরিচালনা করে আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচাকে তার বসতঘর হতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে আজ মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা কোট পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ দোকানে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রি ও সংরক্ষণ করার অপরাধে ২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দুপুরে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা শাখা যৌথভাবে মেহেরপুর শহরে বড়বাজার এবং হোটেল বাজারে এই ভ্রাম্যমান অভিযান চালান।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে শহরের বড় বাজার এলাকার সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারে অভিযান চালান। মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রিও সংরক্ষণ করার অপরাধে সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারের মালিক রিপন কুমার সাহার নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে শহরের হোটেল বাজারের রিতা স্টোরের মালিক শাহিনের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন ও মোঃ সাজেদুল ইসলাম অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলায় পরকীয়া প্রেমিক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩২) আত্মহত্যার ঘটনায় করা প্ররোচনার মামলায় সবুর হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার তেতুলবাড়িয়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সবুরকে গ্রেপ্তার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

সবুর হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত (২৮মে) মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তালাবন্ধ ঘর থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলায় ফাঁস দেয়া লাশ উদ্ধার করা হয়। তার স্বামী শিমুল সর্দার গত তিন বছর সৌদিতে রয়েছেন। ঘটনার ওই দিন আত্মহত্যার আধাঘণ্টা আগে অভিযুক্ত সবুর হোসেনকে তাঁর ঘর থেকে বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় গত (১জুলাই) সোমবার গৃহবধূর পিতা সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে সবুর হোসেনকে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় আত্নহত্যা প্ররোচনা আইনের ৩০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সবুর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ড চাওয়া হবে। আজ দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।